FEB 15 2001

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি

শিক্ষকরা উপাচার্যের কক্ষে তালা লাগায় আর ছাত্ররা শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখে

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক সম্ভাবনা ও অবদান বিশ্ববাসী লাভ করলেও মানবাত্মার সার্বিক মুক্তি এখনও ঘটেনি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই এ মুহূর্তে আমাদেরকে চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত ও প্রসারিত করে জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

তিনি গতকাল বুধবার সকালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে একথা বলেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তার ভাষণে আরো বলেন, শিক্ষকসহ গুরুজন যা করেন ছাত্ররা তা অনুসরণ করে। গত সমাবর্তনে আমি (রাষ্ট্রপতি) বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশে এ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই তখনকার উপাচার্যকে অপমান করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় করে দেয়া হয়, যদিও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার মাত্র ৭ দিন বাকি ছিল। জাতীয় দৈনিকসমূহের পাতায় দেখা গেল একজন সিনিয়র শিক্ষক উপাচার্যের কক্ষে তালা লাগাচ্ছেন। মনে হয় তাকে অনুসরণ করে ছাত্ররা কিছুদিন আগে সেই শিক্ষক ও উপাচার্যসহ সব শিক্ষককেই অবরুদ্ধ করে রেখেছিল।"

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরুর ১০ বছরে এটা দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। গতকালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতি ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পাস করা গ্রাজুয়েটদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। তিনি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল এবং ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিনের ছাত্র যথাক্রমে শেখ মোস্তফা আল মাসুম ও সৈয়দ মাহবুব আলীকে সরাসরি পদক এবং সনদপত্র দেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম, অতিথি ও সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার আবদু রাজ্জাক সরদার।

সকালে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যাল প্রশাসনিক ভবন চত্বর থেকে সমাবর্ত র‍্যালি শুরু হয়। পরে তা সমাবর্ত প্যান্ডেলে এসে শেষ হয় এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাবর্তনের কাজ শুরু করে রাষ্ট্রপতি।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক বাজেটের শতকরা ৯০ ভাগ আসে সরকার থেকে। এ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে তিনি বলেন, অভিভাবকদের আর্থিক সচ্ছলতা বিচার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন নির্ধারণ এবং ছাত্রদের মেধার ভিত্তিতে সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ দেয়ার ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর ড. এ টি এম জহুরুল হক বলেন, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা হওয়া উচিত বাজার চাহিদাভিত্তিক। আমাদের দেখতে হবে কোন ধরনের শিক্ষার চাহিদা বাজার অর্থনীতিতে বেশি। আমাদের প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মূল ভিত্তি এ প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করা দরকার।

উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম বলেন, ১৯৯১ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি ডিসিপ্লিনের ৮০ জন